মহেশপুর সীমান্তে কোটি টাকার স্বর্ণের বার উদ্ধার, আটক ১

ঝিনাইদহের মহেশপুর ব্যাটালিয়ন (৫৮ বিজিবি)-এর অভিযানে ৫৭৪.৫১ গ্রাম ওজনের চারটি স্বর্ণের বার উদ্ধার করা হয়েছে। এ সময় স্বর্ণ পাচারের অভিযোগে ব্যাটারিচালিত ভ্যানসহ সেলিম হোসেন (৩৫) নামে এক ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে।

উদ্ধার করা স্বর্ণের সিজার মূল্য ১ কোটি ১ লাখ ৪৬ হাজার টাকা। স্বর্ণ, ভ্যান ও মাইকের মোট সিজার মূল্য ১ কোটি ১ লাখ ৯৭ হাজার টাকা।

সোমবার (১২ অক্টোবর) মহেশপুর ব্যাটালিয়ন (৫৮ বিজিবি)-এর সহকারী পরিচালক মুন্সী ইমদাদুর রহমানের পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গত ১১ অক্টোবর রাত সাড়ে ১০টার দিকে মহেশপুর ব্যাটালিয়নের অধীন গয়েশপুর বিওপির সদস্যরা অভিযান চালান। সীমান্ত পিলার ৬৭-এমপি থেকে আনুমানিক এক কিলোমিটার বাংলাদেশের অভ্যন্তরে চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপজেলার ৪ নম্বর সীমান্ত ইউনিয়নের গয়েশপুর গ্রামের যাত্রীছাউনির সামনে থেকে সেলিম হোসেনকে আটক করা হয়। তিনি চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপজেলার ধোপাখালী গ্রামের সদরপাড়ার বারব আলীর ছেলে।

এ সময় তাঁর ব্যাটারিচালিত ভ্যানের সামনে লাগানো সাদা রঙের ছোট মাইকের ব্যাটারি রাখার স্থান থেকে চারটি স্বর্ণের বার উদ্ধার করা হয়। উদ্ধার করা স্বর্ণের মোট ওজন ৫৭৪.৫১ গ্রাম। এর সিজার মূল্য ১ কোটি ১ লাখ ৪৬ হাজার টাকা। স্বর্ণের পাশাপাশি ব্যাটারিচালিত ভ্যান ও ছোট মাইকসহ জব্দ করা মালামালের মোট সিজার মূল্য ১ কোটি ১ লাখ ৯৭ হাজার টাকা।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হয়, আটক সেলিম হোসেনকে ব্যাটারিচালিত ভ্যান ও মাইকসহ জীবননগর থানায় সোপর্দ করা হয়েছে। উদ্ধার করা স্বর্ণ চুয়াডাঙ্গা জেলা সরকারি কোষাগারে জমা দেওয়ার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

দর্শনায় ১০টি স্বর্ণের বারসহ পাচারকারী আটক

দর্শনা আন্তর্জাতিক রেলবন্দর থেকে প্রায় আড়াই কোটি টাকা মূল্যের ১০টি স্বর্ণের বারসহ এক পাচারকারীকে আটক করেছে বিজিবি। উদ্ধার করা স্বর্ণের বারের মোট ওজন ১ কেজি ১৬৬ গ্রাম, যার আনুমানিক বাজারমূল্য ২ কোটি ৪৮ লাখ টাকা।

সোমবার (১৩ এপ্রিল) সকালে দর্শনা আন্তর্জাতিক রেলস্টেশনে অভিযান চালিয়ে স্বর্ণের বারগুলো আটক ব্যক্তির কোমর থেকে উদ্ধার করা হয়।

আটক ব্যক্তি আলমগীর খান (৫৫) দীর্ঘদিন ধরে স্বর্ণ-রূপা চোরাচালানের সঙ্গে জড়িত বলে জানা গেছে। তিনি দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা মোবারকপাড়ার মৃত বাদল খানের ছেলে।

চুয়াডাঙ্গা ৬ বিজিবির পরিচালক লেফটেন্যান্ট কর্নেল নাজমুল হাসান জানান, অবৈধভাবে ভারতে স্বর্ণ পাচারের গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বিজিবির একটি দল দর্শনা রেলস্টেশনে অবস্থান নেয়। এ সময় এক ব্যক্তি ভারতের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করলে তাকে থামার সংকেত দেওয়া হয়। কিন্তু তিনি দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করলে বিজিবি সদস্যরা ধাওয়া করে তাকে আটক করে।

পরে তার দেহ তল্লাশি করে কোমরে খাকি স্কচটেপ দিয়ে মোড়ানো অবস্থায় দুটি পোটলা উদ্ধার করা হয়। ওই পোটলা থেকে ১০টি স্বর্ণের বার পাওয়া যায়।

তিনি আরও জানান, এ ঘটনায় বিজিবির পক্ষ থেকে মামলা দায়ের করা হবে এবং উদ্ধারকৃত স্বর্ণের বারগুলো চুয়াডাঙ্গা ট্রেজারি অফিসে জমা রাখা হবে।

মহেশপুর সীমান্তে প্রায় ছয় কোটি টাকা মূল্যের স্বর্ণের বার উদ্ধার

ঝিনাইদহের মহেশপুর সীমান্ত থেকে ৪ কেজি ২০৩.১১ গ্রাম ওজনের ৩১টি স্বর্ণের বার উদ্ধার করেছে বিজিবি।

শনিবার (২৬ জুলাই) মহেশপুর ব্যাটালিয়ন (৫৮ বিজিবি) উপ-অধিনায়ক আবু হানিফ মোঃ সিহানুক স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানান আজ সকালে মহেশপুর ব্যাটালিয়ন (৫৮বিজিবি)’র অধীনস্থ কুমিল্লাপাড়া বিওপি’র টহল দল কর্তৃক মেইন পিলার ৬০/৭০-আর হতে ৩০০ মিটার বাংলাদেশের অভ্যন্তরে একজন স্বর্ণ বহনকারী ব্যক্তিকে বৃষ্টির মধ্যে বাংলাদেশ থেকে ভারতে স্বর্ণ নিয়ে যাওয়ার সময় চ্যালেঞ্জ করা হলে ৩ টি পোটলা ফেলে দৌড়ে ভারতের অভ্যন্তরে পালিয়ে যায়।

পরবর্তীতে পোটলা ৩টি কুমিল্লাপাড়া বিওপি’তে নিয়ে আসা হয় এবং খোলার পর সর্বমোট ৩১ টি স্বর্ণের বার পাওয়া যায় যার ওজন ৪ কেজি ২০৩.১১গ্রাম। উদ্ধারকৃত স্বর্ণের সর্বমোট সিজার মূল্য ৫,৮৩,০৩,৬১৮.০০ (পাঁচ কোটি তিরাশি লক্ষ তিন হাজার ছয়শত আঠারো) টাকা।

জব্দকৃত স্বর্ণের বার সমূহ মহেশপুর থানায় জব্দ তালিকা তৈরির মাধ্যমে সরকারি জেলা কোষাগারে জমা করার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

মেহেরপুর সীমান্ত থেকে ১৮টি সোনার বারসহ ভারতীয় নাগরিক

আটক

মেহেরপুরের মুজিবনগর সীমান্ত এলাকায় অভিযান চালিয়ে ১৮টি সোনার বারসহ নুর হোসেন নামের এক ভারতীয় নাগরিককে আটক করেছে বিজিবি।

আজ মঙ্গলবার (১৪ জানুয়ারি) সকাল ১০টার দিকে মুজিবনগর বিজিবি কোম্পানী কমাণ্ডার সুবেদার জামাল হোসেনের নেতৃত্বে বিজিবির একটি টিম এ অভিযান পরিচালনা করেন। আটক নুর হোসেন ভারতের পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের নদীয়া জেলার চাপড়া থানার হৃদয়পুর গ্রামের সোনাই শেখের ছেলে।

মুজিবনগর বিজিবি কমান্ডার হাবিলদার রফিকুল ইসলাম বলেন, মুজিবনগর সীমান্তের ১০৪/৫ এস নং পিলার এলাকায় ভারতীয় এক নাগরিক সোনা পাচার করছে এমন সংবাদের ভিত্তিতে চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়ন কমাণ্ডার লে: কর্নেল সাইদ মোহাম্মদ জাহিদুর রহমানের তত্ত্বাবধায়নে কোম্পানি কমান্ডার সুবেদার জামাল হোসেন সহবিজিবি সদস্যরা আগে থেকে অবস্থান নেন। বিজিবি টহলদল সন্দেহভাজন এক ব্যক্তিকে পায়ে হেটে নুর হোসেন এলাকা দিয়ে সীমান্তের দিকে যেতে দেখে চ্যালেঞ্জ করে। বিজিবি’র টহল দলের উপস্থিতি টের পেয়ে নুর হোসেন ভারতের অভ্যন্তরে দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করলে টহলদল তাকে আটক করে। পরে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে সে তার পরিচয় নিশ্চিত করে। আটক নূর হোসেনের কোমরের সাথে প্যান্টের ভিতর স্কচটেপ দিয়ে মোড়ানো ৩টি প্যাকেটের মধ্যে থেকে ১৮ টি সোনার বার উদ্ধার করা হয়। উদ্ধারকৃত সোনার ওজন ২ কেজি ১৮ গ্রাম।

এ ঘটনায় হাবিলদার রফিকুল ইসলাম বাদী হয়ে মুজিবনগর থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং সোনার বারগুলি মেহেরপুর ট্রেজারী অফিসে জমা দেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে।

দর্শনার ৫ টি স্বর্ণেরবারসহ

চোরাকারবারি হৃদয় আটক

দর্শনা সীমান্তের রামনগর গ্রামে চুয়াডাঙ্গা জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) ও দর্শনা থানা পুলিশ যৌথ অভিযান চালিয়েছে। এ অভিযানে ২৫ ভরি ২ আনা স্বর্ন উদ্ধার সহ হৃদয় নামের এক চোরাকারবারীকে আটক করেছে পুলিশ।

আটক চোরাকারবারী হৃদয় হাসান দামুড়হুদা উপজেলার পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়নের নাস্তিপুর গ্রামের নওশাদ হোসেনের ছেলে।

পুলিশ জানায়, রোববার দুপুর ১২ টার দিকে গোপন সংবাদ পেয়ে চুয়াডাঙ্গা জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ ও দর্শনা থানা পুলিশের সদস্যরা চোরাচালান বিরোধী অভিযান চালান দর্শনা পুরাতন বাজার-মুজিবনগর সড়কের দর্শনার মেমনগর বিডি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সামনে।

এসময় দর্শনা থেকে সীমান্তের দিকে যাওয়া একটি মোটরসাইকেলের গতিরোধ করে অভিযানিক পুলিশ সদস্যরা। পুলিশ দেখে মোটরসাইকেল চালক তার পকেটে থাকা কাগজে মোড়ানো স্বর্ণের বারগুলো পাশের নর্দমার গর্তের মধ্যে ফেলে দেয়। পরে তাকে আটক করে ওই নর্দমার গর্তের মধ্য থেকে ফেলে দেওয়া কাগজে মোড়ানো অবস্থায় একটি প্যাকেট উদ্ধার করা হয়।

উদ্ধার হওয়া কাগজে মোড়ানো প্যাকেটের ভেতর থেকে ৫টি স্বর্ণের টুকরো বের করা হয়। যার ওজন ২৫ ভরি ২ রতি।

অভিযান শেষে চুয়াডাঙ্গার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আনিসুজ্জামান সাংবাদিকদের জানান, গোপন সংবাদ পেয়ে এ অভিযান চালানো হয়। চোরাকারবারিকে আটকের পর জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। এ ঘটনায় মামলা দায়েরের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

এ ঘটনায় দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ এএইচএম লুৎফুল কবীর জানান, আমরা জানতে পারি যে দর্শনা সীমান্ত থেকে স্বর্ন পাচার হচ্ছে। এ মর্মে আমরা গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ৫ টুকরো স্বর্নসহ হৃদয় হোসেনকে আটক করি।